সাতদিন

১৬ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশনের অচলাবস্থা নিরসনে দুজন নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেয়া হলো।

জঙ্গি কমান্ডার সানির বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলো।

কলারোয়ায় প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় বোমা হামলার পরিকল্পনার কথা স্বীকার করলেন জামায়াত নেতা ইউনুস।

টেকনাফ জেটির কাছে সাগরে সি ট্রাক ডুবে ৪ পর্যটকের মৃত্যু।

১৭ জানুয়ারি : ৭ বিদ্যুৎ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম শুরু।

সুন্দরবনে টহল ফাঁড়ির সব অস্ত্র ও গুলি লুট। ৪ বনরক্ষী জিম্মি।

ঝিনাইদহ ও দিনাজপুরে জঙ্গিদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে।

১৮ জানুয়ারি : চিনির দাম বৃদ্ধির হার আশঙ্কাজনক। বর্ডার দিয়ে চিনি ঢুকছে হু হু করে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ৪ ব্যাংকের হিসাব-নিকাশ প্রকাশ। প্রভিশন ও মূলধন ঘাটতি ৯ হাজার কোটি টাকা। খেলাপি ঋণের গড় হার ২৩.২৮%

হঠাৎ করে সুস্থ হয়ে নির্বাচন কমিশনের সভা আয়োজনের ঘোষণা দিলেন সিইসি।

১৯ জানুয়ারি : শায়খ রহমান ও বাংলা ভাইকে ধরতে কুষ্টিয়ায় ১৬ ঘন্টার ব্যর্থ অভিযান।

নাটকীয় বৈঠকে ভোটার তালিকা তৈরির কাজ বন্ধ ঘোষণা করলেন সিইসি।

কলম্বো বন্দরে নিলামে উঠেছে বাংলাদেশী কনটেইনার জাহাজ। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের নীরব ভূমিকা।

পঞ্চগড়ে এরশাদ-বিদিশা মুখোমুখি। সভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

২০ জানুয়ারি : নিজেকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে নাজমুল হুদার নতুন ঘোষণা। সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ ঘোষণা।

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পঞ্চগড়ে জনসভা করলেন বিদিশা। এরশাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন বিদিশা-প্রধান।

২১ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে পুলিশের সঙ্গে আওয়ামী লীগ কর্মীদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। পুলিশ, সাংবাদিকসহ আহত শতাধিক।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীরা তান্ডব চালিয়েছে শিক্ষক ও ভিসির কার্যালয়ে।

২২ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশন ও জঙ্গি দমন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদল ও মার্কিন সরকারের বিশেষ দূত ক্রিস্টিনা রোকা ঢাকায় আসছেন।

দীর্ঘদিন পর সংসদে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। রাজনৈতিক বিভিন্ন বিতর্কে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠার অপেক্ষায় আছে জাতীয় সংসদ।

ফেনীতে রাস্তা উন্নয়নের কথা বলে ৫০০ ফলদ ও বনজ গাছ কেটে ফেলেছে নাইকো।

রাজনীতির নয়া গ্রামার

হাইকমান্ডের নয় হাইয়েস্ট কমান্ডের নির্দেশে চলি

সাধারণত দুটি কারণে রাজনীতিবিদদের মাথা একেবারে তালগোল পাকিয়ে মহামাতাল পরিস্থিতির জন্ম দেয়। কথাটা মহামান্য গবেষক ও অধ্যাপক গ্রামার অব পলিটিক্স বইয়ের লেখক মহামতি লাস্কির। দুটি কারণের একটি হলো, যদি কেউ ক্ষমতার জন্য মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, কেউ যদি ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে নিজেকে নে-তা (নেতা) ঘোষণা করে বসে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এ দুটি লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছে বহুল আলোচিত-সমালোচিত যোগযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার ক্ষেত্রে (সংক্ষেপে ব্যানা হুদা)।

বিসমিল্লায় গলদ বলে বাংলা ভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ চালু আছে। ব্যানা হুদাও বিসমিল্লায় গলদ করে ফেলেছেন। দলের উচ্চপর্যায়ের কর্তাব্যক্তিদের আশীর্বাদ না নিয়েই তিনি গত ১৯ জানুয়ারি জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভা ডেকে এই দুর্গতি নিজ কপালে ডেকে এনেছেন। আর দুর্গতি

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা

হবেই বা না কেন? তিনি সম্মেলন তো করলেন কিন্তু সম্মেলন কর্মীদের খাদ্য বা রুচির দিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখতে পারেননি। গত ১১ জানুয়ারি ছিল ঈদুল আজহা। সারা দেশে লাখ লাখ গরু কোরবানি হয়েছে। সবাই গরু খেয়ে তৃপ্ত। ঈদের মাত্র এক সপ্তাহ পর আয়োজিত সভায় কেন যে হুদা সাহেব আবার গরু মেরে মেজবানি করার মতো ভুল করতে গেলেন? হয়তো খেয়ে সবাই ভালো করে দোয়াও করেনি। আর এর অভিশাপ পড়েছে আইনজীবী ফোরামের সদ্য ঘোষিত ও স্বঘোষিত সভাপতি জনাব হুদার ওপর। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মাথায় তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। কেন এমন বাকপটু ঝানু রাজনীতিককে মাত্র ৮টি প্রহর পার না হতেই এমন নাকানি-চুবানি খেতে হলো? তবে কাদের রায়ে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন? তারা কি তবে মাননীয় মন্ত্রীকে নিয়ে অহেতুক মশকারা করলেন? হুদার বিপক্ষ গ্রুপ টিএইচ খানের লোকজন বলেছেন, সেদিনের সভায় ১০০ জন আইনজীবীও উপস্থিত ছিলেন কি না সন্দেহ। যারা ছিলেন সবাই জনাব হুদার স্ত্রী সিগমা হুদার মানবাধিকার সংগঠনের লোকজন। এখানে আমাদের প্রশ্ন, তাহলে প্রায় ২০টি গরুর মাংস খেল কারা? অবশ্য গরুর সংখ্যা নিয়ে পরিসংখ্যানগত সমস্যা আছে। বিপক্ষরা বলছে ২০টি গরু, আর হুদা সাহেব বলছেন মাত্র ৪টি গরু। সম্মেলনে কত টাকা খরচ হয়েছে সে বিষয়েও একই সমস্যা। হুদা গ্রুপ বলছে মাত্র ৪ লাখ টাকা আর টিএইচ খান গ্রুপ বলছে ২০ লাখ টাকা। কোনটা সঠিক আমরা জানি না। তবে এটা জানি যে, দুই পক্ষই গরুর সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে টাকার

সুস্থ পারভেজ চৌধুরী ফিরছেন...!

গোলাম মোর্তোজা

প্রিয় পাঠক,

আপনাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং অংশগ্রহণে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠছেন পারভেজ চৌধুরী।

৬ জানুয়ারি ব্যাংককের বামর নগ্রাদ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পারভেজ চৌধুরী। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১০ জানুয়ারি অপারেশন করে একটি ভাল্ব বদলানো হয়েছে। আরেকটি ভাল্ব এবং আরো কিছু সমস্যারও চিকিৎসা চলছে। ১৯ জানুয়ারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে উঠেছেন ব্যাংককের একটি হোটেলে। ২৩ জানুয়ারি আবার দেখেছেন ডাক্তার। ডাক্তার দেখার কিছুক্ষণ পরই ঢাকা থেকে ব্যাংককে ফোন করলাম তার স্ত্রী সেতুর নম্বরে। কথা হলো পারভেজ চৌধুরীর সঙ্গেও। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, '২৭ তারিখে আসছি, দেখা হবে...। ডাক্তার বলেছেন, তেমন কোনো সমস্যা নেই...।'

তার সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন পারভেজ। কাজপাগল মানুষ আবার ফিরে আসতে চাইছেন কর্মযজ্ঞে।

তবে এত তাড়াতাড়ি তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন না। সময় লাগবে। তিন মাস পরে আবার ব্যাংককে যেতে হবে। মাঝের সময়ে ঢাকায়ও তার চিকিৎসা চলতে থাকবে। পারভেজ চৌধুরীর চিকিৎসায় মোট ব্যয় হবে প্রায় ২৫ লাখ টাকা। আপনাদের অংশগ্রহণে এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে ১৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে এনটিভির আয়োজনে ক্লোজআপ ওয়ানের কনসার্ট থেকে এসেছে প্রায় ৭ লাখ টাকা। সতীর্থ১৯ (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯তম ব্যাচের সতীর্থ বন্ধুদের সংগঠন) দিয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। অর্থনীতি শিক্ষার্থী সম্মিলন (জাবি) দিয়েছে ১ লাখ ৩৯ হাজার টাকা। ইমপ্রেস M"প (চ্যানেল আই) দিয়েছিল একটি বিজনেস ক্লাসসহ ঢাকা-ব্যাংকক-ঢাকা তিনটি বিমান টিকেট। চ্যানেল ওয়ান এবং ডাচ্‌বাংলা ব্যাংক দিয়েছে ১ লাখ টাকা করে। এনটিভির কর্মীদের এক দিনের বেতন ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা, এমডি দিয়েছেন ১ লাখ টাকা। দৈনিক আমার দেশও কর্মীদের এক দিনের বেতন দিয়েছে পারভেজ চৌধুরীর চিকিৎসা তহবিলে। অনেকে নাম-পরিচয় না দিয়ে চিকিৎসা তহবিলে অর্থ পাঠিয়েছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এ সরাসরি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকে অংশ নিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, আপনাদের এই ভালোবাসার কথা আমরা পারভেজ চৌধুরীকে জানিয়েছি। তিনি নিজেও বুঝতে পেরেছেন। তিনি ছিলেন সাহায্য চাওয়ার প্রচন্ড রকম বিরোধী। কোনোভাবেই পারভেজ চৌধুরী কারো কাছে হাত পাততে চাননি। সাহায্য আমরা, চাইনি। আবেদন বা অনুরোধও নয়। আমরা জানিয়েছিলাম, আপনারা সাড়া দিয়েছেন। এখানে আমি, আমরা বা আপনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমরা একক হয়ে কাজ করেছি। দায়িত্ব পালন করেছি যার যার অবস্থান থেকে।

যদিও এখনো অনেক কিছু করার বাকি। পারভেজ চৌধুরীর চিকিৎসায় মোট খরচ হবে প্রায় ২৫ লাখ টাকা। প্রায় ৭ লাখ টাকা এখনো সংগ্রহ হয়নি। বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস আছে, নিশ্চয় এই পরিমাণ অর্থও যোগাড় হয়ে যাবে। আমরা পারি, সেটা বারবার প্রমাণ হয়েছে, যেটুকু বাকি আছে সেটাও হবে।

অসুস্থ পারভেজ চৌধুরীকে ব্যাংককে পাঠিয়েছিলাম, সুস্থ পারভেজ চৌধুরী ফিরে আসছেন ঢাকায়। আমরা এখন সেই অপেক্ষায়...।

পারভেজ চৌধুরী চিকিৎসা তহবিল
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর :
১৩৪০০০৬০১৪১
ওরিয়েন্টাল ব্যাংক, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা
swift code : BBSHBDDHXXX

বন্ধুর জন্য
মিউজিক্যাল কনসার্ট ফর পারভেজ চৌধুরী

ভেন্যু : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় মাঠ
তারিখ : ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ শনিবার সারাদিন
উদ্যোগ : অর্থনীতি শিক্ষার্থী সম্মিলন, জাবি
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট : CAP Consortium (Logito, AB Kitchen, Pathik, Satirtho)
উদ্বোধন : সকাল ১১টা
জনাব খন্দকার মোস্তাহিদুর রহমান, ভিসি, জাবি
আহ্বায়ক : অধ্যাপক নূরুল হক
উপদেষ্টা : আনু মুহাম্মদ
অংশগ্রহণকারী
সোলস্, এলআরবি, দলছুট সহ দেশবরেণ্য ছয়জন এক সঙ্গীত শিল্পী।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রসহ সকল শুভাকাঙ্খীরা আমন্ত্রিত।

যোগাযোগ :
bandhurjonno@gmail.com
ফোন : ০১৭৬০৫৫২৩৫

সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে সরাসরি অংশ নিয়েছেন যারা

১.	ফুয়াদ কামাল	৫০ ডলার
২.	সৈয়দ হাদী	১০ ডলার
৩.	ফারজানা পাশা	১০ ডলার
৪.	কাজী রহমান	১০০ ডলার
৫.	কাজী মোহাম্মদ মুসা	৫০ ডলার

সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। হুদা গ্রুপ টাকার উৎস নিয়ে জবাবদিহিও করেছে। তাদের দাবি, আইনজীবীদের কাছ থেকেই চাঁদা তুলে এ টাকা খরচ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, কমিটি গঠিত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মাথায় সভাপতি পদত্যাগ করলেন অথচ আইনজীবীর চাঁদার টাকায় আয়োজিত নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখন যদি চাঁদাদানকারী তাদের টাকা ফেরত চায় তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? অথবা যদি আইনজীবীরা হুদার বিরুদ্ধে মামলা করে দেন? এমনটা যে হতে পারে তার লক্ষণও দেখা গেছে। হুদা সাহেব পদত্যাগ করার পর আইনজীবী ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন অ্যাডভোকেট লুৎফে আলম। তারা আবার সংবাদ সম্মেলন করে দাবি করেছেন, হুদা সাহেবের পদত্যাগ তারা মানেন না। তাকে আবার সভাপতির পদ ফিরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু হুদা সাহেব বলছেন অন্য কথা। তার বক্তব্য, তিনি দলের 'হাইয়েস্ট' কমান্ডের নির্দেশেই পদত্যাগ করেছেন। এ জায়গায়

৬.	আলহেলাল সিদ্দিক	২০ ডলার
৭.	মোহাম্মদ ইমাম	২৫ ডলার
৮.	এসসি মুনা	২০ ডলার
৯.	আল মামুন	১০ ডলার
১০.	ফাহিম হোসেন	২০ ডলার
১১.	রায়হান জামিল	৫ ডলার
১২.	ওগুরা এম হক	১০০ ডলার
১৩.	পল্লব মজুমদার	৫০ ডলার
১৪.	মঈনুল হক	৫০০ ডলার
১৫.	এম হাসিব ইকবাল	১০ ডলার
১৬.	বেলাল ভুঁইয়া	১৫ ডলার
১৭.	তানভীর চৌধুরী	১০০ ডলার
১৮.	সৈয়দ শাহরিয়ার	২০ ডলার
১৯.	শাহ্‌নাজ আজিজাহ	২০০ ডলার
২০.	মাসুমা আহমেদ	২৫ ডলার
২১.	নাসিফ হোসেন (পিতা : কাদের চৌধুরী)	৫০,০০০ টাকা
২২.	মিতালী হোসেন	১,৫০০ টাকা
২৩.	ডলি আখতার	৩,০০০ টাকা
২৪.	মোঃ রানা	৫০ ডলার
২৫.	শিব্বীর আহমেদ	১০ ডলার
২৬.	কামরুল আহসান	১০ ডলার
২৭.	খুরশীদ আল মেহের	১০ ডলার
২৮.	সালমান তারিক	১০ ডলার
২৯.	মোহাম্মদ এস আনোয়ার	৩০ ডলার
৩০.	সমিউল আলম	৫ ডলার
৩১.	মোহাম্মদ কামাল	২৫ ডলার
৩২.	লুনা রুশদী	৫ ডলার
৩৩.	রনি জে ডি রোজারিও	৫০ ডলার
৩৪.	মোহাম্মদ রশিদ	১০ ডলার
৩৫.	মুনতাসির আজাদ	২০ ডলার
৩৬.	ইয়াসিনুল হক	১০ ডলার
৩৭.	সাকেব এ খান	২০ ডলার
৩৮.	ইমরান খান	১০ ডলার
৩৯.	জেবুন্নেসা জুবায়ের	৫০ ডলার
৪০.	এইচ এম আর চৌধুরী	২০ ডলার
৪১.	এ কে এম নেওয়াজ	১০ ডলার
৪২.	সৌমেন গুপ্তা	২০ ডলার
৪৩.	শাহেদ খান	৫০ ডলার
৪৪.	মোহাম্মদ এস হোসেন	২০ ডলার
৪৫.	মোহাম্মদ হক	৫০ ডলার
৪৬.	জহির মাহমুদ	২৫ ডলার
৪৭.	মেহদী সাত্তার	৩০ ডলার
৪৮.	এইচ এম মুরাদ	১০০ ডলার
৪৯.	সুলতান চৌধুরী	৫০ ডলার
৫০.	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	৩০ ডলার
৫১.	নাম প্রকাশে অনচ্ছিুক	৫,০০০ টাকা
৫২.	রাহমান মনি	১০০ ডলার

বগুড়ায় কেন বিস্ফোরক

বিগত তিন বছরে শুধু বগুড়া জেলায় যে পরিমাণ অস্ত্র বিস্ফোরক পাওয়া গেছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর। ২০০৩ সালের ২৭ জুন এক ট্রাক অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। সেই ট্রাকে ৯৯ হাজার অস্ত্র, ১৭৪ কেজি বিস্ফোরক ছিলো। এছাড়া জঙ্গি সন্ত্রাস বৃদ্ধির পর র‍্যাব, পুলিশ ও বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ১১৭ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য জেল-গানপাউডার উদ্ধার করেছে। এছাড়া গত ২০ জানুয়ারি ও ২১ জানুয়ারি জেলার বিভিন্ন গ্রামে ১৪ কেজি ও ১৮ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্যসহ নানা অবৈধ দ্রব্য র‍্যাব উদ্ধার করে। এমন কি গত নবেম্বরে জেলার বেশকিছু জেএমবি সদস্যদের কাছে ওয়ারলেসসহ রেডিও স্টেশনের যন্ত্রপাতি উদ্ধার হয়।

২০ জানুয়ারি বগুড়ার চারমাথা থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ আব্বাস ও মানসুর নামে দুই জেএমবি সদস্য ধরা পরে

উত্তরবঙ্গের ছোট শহর বগুড়া। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একপাশে হিলি সীমান্ত আছে। জেলার অধিকাংশ জনগণের পেশা কৃষি। তারা অধিকাংশই দরিদ্র। ধর্মের ব্যাপারে ধারণা খুব কম। ঠিক এরকম একটা পরিবেশকেই জঙ্গিরা তাদের সহায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছে বলে স্থানীয় মানুষের ধারণা।

স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, বগুড়ায় জঙ্গিরা এমনভাবে ঘাঁটি গেড়েছে যে চট করে সবাইকে ধরা যাবে না। সরকার যে মোবাইলে আড়িপাতার ব্যবস্থা করছে সে ব্যাপারেও তারা সচেতন। আর তাই তাদের কাছে আছে অত্যাধুনিক ওয়ারলেসসহ নানা তরঙ্গ প্রবাহিত করা যন্ত্র। জেলার দরিদ্র ধর্মভীরু কৃষক, মজুর, মাদ্রাসা শিক্ষকদের দীর্ঘদিন টার্গেট করে বিশ্বস্ত অনুগত করেছে। কাছাকাছি সীমান্ত হওয়ায়, যমুনা সেতু থাকায়, অস্ত্র গোলাবারুদসহ নানা অবৈধ পণ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এসে আমরা যোগাযোগমন্ত্রীর নতুন একটি পরিচয় পাই, সেটি হলো তিনি ইদানীং অন্যদের ইংরেজি গ্রামার শুধরে দিচ্ছেন বিনা ফিতে। বিরোধী পক্ষ মন্তব্য করেছিল, হুদা সাহেব দলের হাইকমান্ডের নির্দেশে পদত্যাগ করেছেন। এ কথা শুনে তিনি গোস্‌সা করেন এবং পাল্টা মন্তব্য ছুঁড়ে দেন এই বলে যে, 'আমি নিজেই দলের হাইকমান্ডের একজন সদস্য। সুতরাং আমি হাইকমান্ডের আদেশে চলি না, আমি চলি হাইয়েস্ট কমান্ডের নির্দেশে।'

কেউ কেউ কৌশল করে পার পেয়ে যায় আর কেউ পায় না। যারা পার পায় তারাই হিরো বনে যায়। হুদা সাহেব কৌশল করেছেন ঠিকই কিন্তু খুব সহজেই সবার কাছে ধরা পড়ে গেছেন। জাতীয়তাবাদী আইনজীবীদের মধ্যে বিভক্তি আছে জেনেও তিনি সভা ডাকলেন, কমিটিও গঠন করলেন। সেই কমিটির প্রধান উপদেষ্টা রাখলেন তার প্রধান প্রতিপক্ষ টিএইচ খানকে। সহসভাপতি করলেন টিএইচ খান গ্রুপেরই টেলিযোগাযাগমন্ত্রী আমিনুল হককে। কমিটি ঘোষিত হওয়ার পরের দিনই টিএইচ খান ও আমিনুল হক তাদের পদ অস্বীকার করলে জনাব হুদা পড়েন বেকায়দায়।

রাষ্ট্রের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোতে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি জনগণকে অশেষ মর্মাহত, ব্যথিত, পীড়িত, দুঃখিত করে। বিচার বিভাগ এমনই একটি বিভাগ। এ কথা কি হুদা সাহেবরা বোঝেন?

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L\#"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
২২/১৫, খিলজী রোড, শ্যামলী মোঃপুর, ঢাকা
9137450, 0178194753

খুলনা

দেড় শতাধিক ভিআইপি হোল্ডিং ট্যাক্স দেন না

খুলনা মহানগরীর উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ নিয়মিত কর পরিশোধ করলেও অনেক শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, অভিজাত হোটেল মালিক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, মিলকারখানার মালিক ও রাজনীতিকরা নিয়মিত ট্যাক্স দিচ্ছেন না। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওই ভিআইপি শ্রেণীর কাছে প্রায় ২৮ কোটি টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে। তাদের লাল নোটিশ দিয়েও ট্যাক্স আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে কেসিসি নিয়মবহির্ভূতভাবে ৭/৮ গুণ ট্যাক্স বাড়িয়ে হোল্ডিং মালিকদের চিঠি দিচ্ছে। এতে বাড়ির মালিকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হয়েছে ২ কোটি ৩১ লাখ ৭৩ হাজার টাকা। বকেয়া রয়েছে ২৭ কোটি ৯০ লাখ টাকা। এর মধ্যে ৮ কোটি ৭০ লাখ টাকা আদায়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। বাকি ২০ কোটি টাকার মধ্যে আড়াই কোটি টাকা ট্যাক্স অনাদায়ী রয়েছে প্রায় ৪০০ হোল্ডিং মালিকের কাছে। এসব মালিকের অধিকাংশই শিল্পপতি, প্রভাবশালী রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী।

এছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া খুলনা টেক্সটাইল মিলস ও নিউজপ্রিন্ট মিলস, প্লাটিনাম জুবলী জুট মিলস, পিপলস জুট মিলস, ক্রিসেন্ট মিলস, বিজেএমসি, দৌলতপুর হর্টিকালচার সেন্টার, বিজেসি (দৌলতপুর), জোনালি জুট মিলস, অ্যাজাক্স জুট মিলস, আরআরএফ, ঢাকা ম্যাচ কোম্পানি এবং যক্ষ্মা হাসপাতালের কাছে বিপুল অঙ্কের হোল্ডিং ট্যাক্স বকেয়া আছে। হোটেল ওয়েস্টার্ন ইনের কাছে বকেয়া আছে ৭ লাখ টাকা। হোটেল মিলেনিয়াম ইতিমধ্যে মামলা করেছে। কেসিসির একটি সূত্রে জানা যায়, খুলনা মহানগরীতে প্রায় দেড় শতাধিক ভিআইপি ট্যাক্স দেন না। এদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। দৌলতপুরের ঐতিহ্যবাহী পুরাতন রশিদ বিল্ডিং ব্যাংক ক্রোক করে নিয়েছে। কেসিসির ট্যাক্স পাবে ৩ লাখ টাকা। এ টাকা ওঠাতে কেসিসি ভাড়াটিয়াদের ভাড়া আদায়ের জন্য চিঠি দিয়েছে।

অপরদিকে কেসিসি হোল্ডিং ট্যাক্স ৭/৮ গুণ বাড়িয়ে বাড়ির মালিকদের নতুন করে চিঠি দিচ্ছে। বাড়ির মালিকদের অভিযোগ, ভিআইপিদের কাছ থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে ব্যর্থ হয়ে এখন এর বোঝা নিম্ন-মধ্যবিত্তদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। গত বছরও কেসিসি হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ানোর উদ্যোগ নিলে জনগণের আন্দোলনের মুখে তা বন্ধ হয়ে যায়।

শুভ শচীন

স্ন্যাপ শট

দুঃখ, যন্ত্রণা-বঞ্চনা আজ তাদের ছুতে পারেনি। ঈদের দিনে পথশিশুদের এইদল সীমাহীন দুঃখের মাঝে ক্ষণিকের জন্য ভাগাভাগি করে নিচ্ছে কিছু আনন্দ। ছবিটি ঈদের দিন ১১ জানুয়ারি নোয়াখালী জেলা সদর মাইজদী থেকে তোলা।

ছবি : জয় রিগ্যান, মাইজদী নোয়াখালী।

ইমেইল : **joyregan@yahoo.com**

পাখির জন্য ভালোবাসা

৩১ ডিসেম্বর মিরপুর সিরামিকস লেক এবং ১৭ জানুয়ারি মিরস্বরাইয়ের মহুরী বাঁধে উদ্‌যাপিত হয় পঞ্চম পাখিবরণ উৎসব।

নেচার কনজারভেশন কমিটি (এনসিসি) হলো এ উৎসব বাস্তবায়ন সংগঠন। এছাড়া সহযোগিতায় আছে, বাংলাদেশ বার্ড ওয়াচার্স সোসাইটি, সোসাইটি ফর নেচার ফটোগ্রাফি, নিসর্গ, সাত্ত্বিক নাট্য সম্প্রদায়, শিশু কুঞ্জ, সারগাম ললিতকলা একাডেমী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন।

উৎসবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন, পাখির শোলক ও পাখি চেনা প্রতিযোগিতার আয়োজন। প্রধান অতিথি ছিলেন সাকিব তাবানী ও বিশেষ অতিথি মেহরীন এ মাহবুব। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ৫ম শীতকালীন জলচর পাখিশুমারির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর একেএম আমিনুল হক ও পাখি বিশেষজ্ঞ শাজাহান সরদার। উল্লেখ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই উৎসবের আহ্বায়ক। ২৬ জানুয়ারি ২০০৬ কুলাউড়ার হাকালকীতেও এ উৎসবের আয়োজন করা হবে।

২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ জলচর পাখিশুমারির সূচনা হয়। তখন থেকে প্রতিবছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে এনসিসির তত্ত্বাবধানে এ শুমারি আয়োজিত হয়।

২০০৫-এর ৫ম পাখিশুমারি অনুযায়ী এ দেশের মোট ৪৮টি জলাভূমিতে ৩ লাখ ৮১ হাজার ৫৩৮টি জলচর পাখি আশ্রয় নিয়েছে। তার মধ্যে অতিথি পাখির সংখ্যা ২ লাখ ৯৩ হাজার ১১০ ও দেশীয় পাখির সংখ্যা ৫১ হাজার ৫৫০। এখানে ৭০টি ভিন্ন প্রজাতির পাখি রয়েছে যার মধ্যে ৫০টি প্রজাতিই অতিথি পাখি এবং অবশিষ্ট ৩০টি দেশী প্রজাতি। এসব পাখির অধেকই আজ বিলুপ্তির পথে। এর জন্য দায়ী মানুষের অসচেতনতা ও নির্বিকার পাখি শিকার এবং আবাসভূমির সঠিক পরিচর্যার অভাব।

বাংলাদেশ সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে দেশের বনাঞ্চল ও জলাভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। সেই উদ্যোগেরই একটি অঙ্গ প্রকল্প 'নিসর্গ সাপোর্ট প্রজেক্ট'। ইউএস এইডের অর্থায়নে ও বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের সরকারি ব্যবস্থাধীন সুরক্ষিত এলাকাগুলোতে প্রাণী বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

সাইমন মোহসিন